Determinants of voting Behaviour :- Caste

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতির ভূমিকা :-

জাতির ধারণা (Concept of Caste)

জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'caste'. ইংরেজী Caste শব্দটি এসেছে Casta থেকে. Casta-শব্দটির অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। জাতি হল বংশভিত্তিক। বুৎপত্তিগত অর্থে জাতির ভিত্তি হল জন্ম। C.H. Colley তাঁর Social Organization শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন " When a class is somewhat strictly hereditary. We may call it a caste".

শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে জাতি-প্রথা হল নিঃসন্দেহে এক বিশেষ সর্বভারতীয় ব্যবস্থা এই অর্থে যে, এর সঙ্গে সকলেরই সুস্পষ্ট বংশসূত্রে নির্দিষ্ট জাত-পাত সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি 'কর্মের ধারণা' ও 'ধর্মের ধারণার' উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :-

জাতির ধারণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়,

1) **বংশানুক্রমিকতা :—** জাতির সদস্যপদ বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। জাতি নির্ধারিত হয় বা নিয়ন্ত্রিত হয় বংশানুক্রমে। যেমন - ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হবে ব্রাহ্মণ, তেমনি কর্মকার পরিবারের কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে সেই শিশু কর্মকারই হবে।

2) **অন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী :-** কোন একটি জাতির কোন একজন সদস্য ভিন্ন জাতির কোন সদস্যকে বিবাহ করে না। স্বজাতির গোষ্ঠীর মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকে।

3) **সামাজিক ভোজন :—** বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ-বিশেষ নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকে। কিছু বিধিব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞা (খাদ্যগ্রহণ, পানীয়গ্রহণ), এছাড়া জল-চল ও জল-অচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধিব্যবস্থার

নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত থাকে। এক্ষেত্রে [illegible] সমসাময়িক রীতা।

4) জাতিগত বিধি-বিধান ও প্রথা :- প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিবাহ, নৈতিকতা, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রচলিত দেখা যায়।

5) সামাজিক সচলতার অভাব :- জাতি প্রথার ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। জন্মগত যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি পরিবর্তন করা সম্ভব না। জাতিগত আচার-বিচার লঙ্ঘন করলে, লঙ্ঘনকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, অপরাধ যদি গুরুতর হয় তা হলে অপরাধীকে জাতিচ্যুত হতে হয়।

6) জীবনধারাগত পার্থক্য :- বিভিন্ন জাতির মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য। [illegible] (অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, আন্ত-বিবাহ, বৃত্তিগত বিষয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের পার্থক্য বর্তমান থাকে। এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জাতির জীবনধারার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

7) বৃত্তি বিভাজন :- সমাজবিজ্ঞানী রিসলে জাতি-ভেদ প্রথার যে সমস্ত ভিত্তির কথা বলেছেন তার মধ্যে বৃত্তিই হল মুখ্য, অর্থাৎ বংশ জাতির হল বৃত্তিভিত্তিক,

8) জাতিসূচক পদবী :- অনেক সময় পদবীর পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়,

বর্তমানে আধুনিক ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার কাঠামো ও প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এ কথা অনস্বীকার্য।

Determinants of Voting Behaviour – Caste

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। তাই ভারতের রাজনীতি ও জাতি ব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় গভীর ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিরাজ করে। দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও জাতি-ব্যবস্থার মধ্যে গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই মিথস্ক্রিয়ার (interaction)-র ফলে রাজনীতি ও জাতিব্যবস্থার প্রকৃতিগত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থে জাতিভিত্তিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতি সমূহও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়। আবার রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক স্বার্থে সময়োপযোগী জাতির চেহারা-চরিত্র পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় জাতিগত বিচার-বিবেচনাই হল প্রধান। আবার কোন কোন নির্বাচনী ক্ষেত্রে তুলনামূলক। আবার কোন কোন নির্বাচনী এলাকায় জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভূমিকা নিতান্তই কম।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতিগত বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে :- প্রথম শ্রেণীর সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাই সমাজব্যবস্থা থেকে জাতি প্রথাকে চিরতরে অবলুপ্ত করবার কথা বলেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ভোটদাতারা, বিশেষত সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করে রাজনীতির সাবেকী ধারাকে ধরে রাখার ব্যক্তিবর্গ রাজনীতির গ্রামাঞ্চলের নির্বাচকমণ্ডলীর পার্টি রাজনীতির উপর জাতির নিয়ন্ত্রণ-আধিপত্য ও মুখ্য ভূমিকাকে স্বীকার ও সমর্থন করেন। সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধন, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন প্রভৃতি রাজনৈতিক স্বার্থে গ্রামাঞ্চলে জাতিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার সর্বভারতীয় ক্ষমতা দখলের কাজে ক্ষেত্রে বিচারেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে বিশেষত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে

জাতিগত বিচার বিবেচনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে জাতিগত বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্তমান রাজনীতিতে (ঘ) কারণে জাতিগত সচেতনতা রাজনীতিতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটোই বিপরীত হলেও এ কথা সত্য। উদাহরণ স্বরূপ — অ-হরিজন, জাঠ - অ-জাঠ, রাজপুত - ভূমিহার ইত্যাদি। মরিস-জোনস Government and Politics of India শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Politics is more important to castes, and castes are more important than before."

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতিসমূহের প্রবেশের ধাপ :- দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাপে জাতি প্রবেশ করে।

i) সমাজের সংগঠিত ক্ষেত্র সমূহে জাতিগত সংগঠনসমূহ সাধারণত স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে সক্রিয় হয়।

ii) ক্ষেত্রবিশেষে জাতি গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের চেহারা-চরিত্র গ্রহণ করে বা রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হল "ভারতের রিপাবলিকান পার্টি" ও "বহুজন সমাজপার্টি"। সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জাতি গোষ্ঠীসমূহের সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়।

iii) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য জাতিগত আনুগত্যের আবেদন করা হয়। অন্যান্য বিষয়াদি অপেক্ষা নির্বাচনকালীন অবস্থায় জাতিগত বিচার-বিবেচনাই রাজনৈতিক সমর্থনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

iv) ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একাধিক জাতিগত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাছাড়া আইনসভা, মন্ত্রিসভা, পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যেও এরকম জাতিগত গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী দেখা যায়।

v) এমনকি সেইভ মনোনয়ন নিয়ম বা হল The selection of candidates for a constituency is made on the basis of caste. Who have a significant voice and can muster good number of votes in the constituency. প্রত্যেক পার্টি ও লক্ষ্য রাখে যে এলাকায় কোন জাতের প্রাধান্য বেশি। সেই জাতের মধ্যে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনীত করে।

vi) নির্বাচনের আগেও দেখা যায় মন্ত্রিসভায় কোন ব্যক্তি, মন্ত্রীর পদের যোগ্যতা - সেজাতের ভোটের বেশি বা প্রাধান্য বেশি তাদের মধ্যে থেকে বা সেই জাত থেকে - মনোনীত করা হয়।

vii) এমনকি লক্ষ্য করা যায় Office bearers of a political party are appointed on the basis of caste.

viii) এমনকি যখন একটি জাত ভোট সেভাবে ফলপ্রসূ হয় না, তখন ও প্রার্থীরা জাতগুলি যোগভাবে নির্বাচনে জোট গঠন করে।

ix) জাতভিত্তিক ভোট বা "Jat Ki vote Jat ko" এবং ব্রাহ্মিন ভোট বনাম জাট ভোট, অথবা জাট ভোট বনাম ঠাকুরের ভোট ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি ভোটিং Voting Behaviour এর ক্ষেত্রে জাত একটি বড় প্রাধান্য বিস্তার করে।

*) অধিকাংশ রাজ্য-রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদের বিষয়টি একটি প্রধান মত। সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে সংগঠিত হয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এ ধরনের সংগঠনের উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক দর-কষাকষির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা আদায় করা।

ভারতের রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে এবং স্থানীয় স্তরের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় রাজনীতিতে এর প্রভাব তুলনামূলক অপেক্ষাকৃত কম।

তাই দেখা যাচ্ছে জাত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক ভোট আচরণের ক্ষেত্রে বা ভোটদানের ক্ষেত্রে। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার পাশে জাতিপ্রথা হল একটি বড় বাধা, একথাও অস্বীকার করা যায় না। এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য।

— o —

তথ্যসূত্র:—
1. ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন।
2. ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা — নিমাই প্রামাণিক। ছায়া প্রকাশনী।
3. Article- Caste Politics; voting and Political Pattern — www.yourarticlelibrary.com/...